বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা: একটি বিশ্লেষণ

* অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জুলফিকার হোসেন

Abstract: *Planning is an ongoing process. It is constantly subject to evaluation, renovation, reformation, distortion. In this article an attempt has been made to find out the direction and the destination of our five year plan in Bangladesh at various regimes and times. This paper presents a brief discussion about the various goals, objectives and ideologies of first five year plan to seventh five year plan and overall the ultimate goals of the vision 2021 of the present government. An appraisal has also been made of the different regimes about shifting of their planning ideologies, norms, values of the government in power and socio economic, political and cultural environment of the society in general.*

বহুসংখ্যক অভীষ্ঠ লক্ষ্যের মধ্য থেকে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় লক্ষ্যগুলো বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সনাক্ত করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্জনের জন্য একদিকে সম্পদ আহরণ ও অন্যদিকে সম্পদের যুক্তিযুক্ত বিভাজনের নাম পরিকল্পনা। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উন্নয়নে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অনুযায়ী সর্বোত্তমভাবে সম্পদ আহরণ করা, সুনিয়ন্ত্রিতভাবে আহরিত সম্পদসমূহ সর্বোত্তমভাবে খাতওয়ারী ব্যবহার করা যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত লক্ষমাত্রাসমূহ অর্জন করা সম্ভব হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নানা ধরনের সমস্যা বিরাজমান এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ সীমিত সম্পদ দিয়ে কিভাবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সমস্যা সমূহের সমাধান করা যায় মূলত সেজন্যই উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে।

প্রতিটি দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি। অনুন্নত বা উন্নত দেশ সমুহের আয়, নিয়োগ, উৎপাদন ও দামস্থরের পরিবর্তন, উন্নয়ন হার অর্জন ইত্যাদি মুখ্য উদেশ্যসমুহ কোন সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার নিমিত্ত যে নীতিমালা সরকার গ্রহন করে তাকেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলে।

অর্থনীতিবিদ Michael. P. Todaro বলেন, পূর্বনিধারিত এক গুচ্ছ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল ব্যাপী অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন এবং জাতীয় প্রধান অর্থনৈতিক চলকসমূহকে (আয়, নিয়োগ, বিনিয়োগ ইত্যাদি) প্রভাবিত নির্দেশিত এবং এমন কি নিয়ন্ত্রন করার সরকারী উদ্দেশ্য প্রনোদিত প্রচেষ্টাকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলে।

অধ্যাপক, লোকপ্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

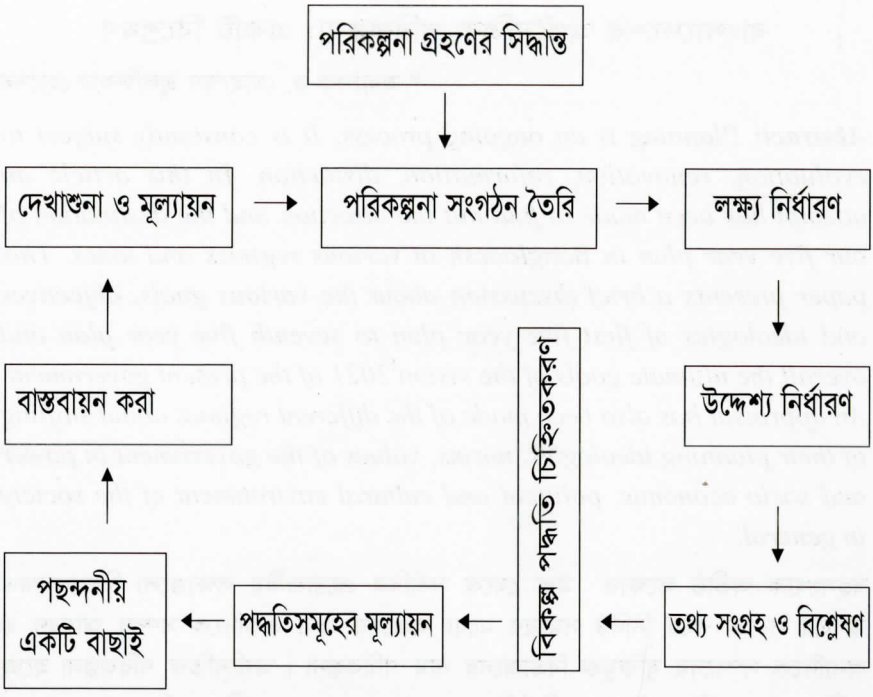

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হল অর্থনৈতিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত। এ পরিকল্পনায় কতিপয় বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটে থাকে। প্রতিটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি সুপরিকল্পিত লক্ষ্য ও কর্মসূচি রয়েছে। কর্মসূচি ব্যতীত কোন পরিকল্পনা হতে পারে না। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আবিষ্কারের ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ গতিশীল হয়। পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক গতিশীলতা ফিরে আসে। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের দ্বারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যায়। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা থাকে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ নির্দেশ প্রদান করে এবং কর্মপন্থা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সম্পদ ও মূলধনের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে। এবং এ ক্ষেত্রে অবশ্যই সামাজিক কল্যাণকে বিবেচনায় নিতে হয়।

আঠারো এবং উনিশ শতকের বিশ্ব অর্থনীতি মূলত অবাধ বাজার ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের (১৯১৭) আগে প্রবৃদ্ধি বা আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য মধ্য বা দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কোন দেশে প্রচলিত ছিল না।

সামাজিক বৈষম্যরোধের জন্যই বস্তুত অর্থনীতিতে সরকারী হস্তক্ষেপের ধারণার উদ্ভব হয় এবং তৎসংগে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

১ সৈয়দ আব্দুস সামাদ, পরিকল্পনা (ঢাকা,পলল্রব প্রকাশনী) ১৯৯০, পৃ -৯

বলশেভিক বিপ্লবের অব্যবহিত পরে রাশিয়ায় যে আর্থ সামাজিক সংকটের সৃষ্টি হয় তা মোকাবেলা করার জন্যই সে দেশে পরিকল্পনার জন্ম হয়। অন্যদিকে পাশ্চাত্য দেশসমূহে সামষ্টিক পরিকল্পনার শুরু ১৯৩০ সালের চরম অর্থনৈতিক মন্দার পর, কেন্দ্রীয় অর্থনীতির জন্মও লাভ করে এ মন্দা মোকাবেলা করার জন্য। তিরিশ দশকের চরম মন্দার সময় অবাধ বাজার ব্যবস্থা সাময়িকভাবে অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময় থেকেই অনুন্নত দেশসমূহ তাদের উন্নয়ন সমস্যা নিয়ে বিশ্লেষনধর্মী আলোচনা শুরু করে। বস্তুত এসব আলোচনার প্রারম্ভিক প্রেক্ষাপট ছিল দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই মূলত এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ বেছে নেয়। ইউরোপের মার্শাল প্লানের মত দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো মিলে ১৯৫০ সালে কলম্বো পরিকল্পনা গ্রহণ করে। গ্রেট বৃটেনের উদ্যোগে নেয়া এ পরিকল্পনা অনুসারে সদস্য দেশগুলো নিজ নিজ সম্পদের উপর ভিত্তি করে জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ শুরু করে।

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। সুষম অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বণ্টনের দ্বারা এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব। প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাধারণ উদ্দেশ্য হলো জনগণের অর্থনৈতিক অভাব মোচন করা এবং সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করা। সুতরাং যে কোন সুনিশ্চিত পরিকল্পনায় জনগণের কর্মসংস্থান, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দারিদ্র্য জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ মৌলিক ব্যবস্থার উন্নয়ন। জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ সরকারের মৌলিক উদ্দেশ্য বিধায় মৌলিক চাহিদা পূরন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারী উদ্যোগে অবকাঠামো নির্মাণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ মূলত কৃষি প্রধান দেশ। কৃষিই এদেশের জনগণের আয়ের প্রধান উৎস। কৃষিকে বাদ দিয়ে জাতীয় উন্নয়ন অসম্ভব। এদেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। এ উদ্দেশ্যে এদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশে কৃষির পরই শিল্পের স্থান। শিল্পোন্নয়ন হলে জাতীয় আয় এর অবদান বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে ভারী শিল্প অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন সাধন এদেশের অর্থ-পরিকল্পনার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাও কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। সুষম অর্থ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা আসে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার

অন্যতম লক্ষ্য হল জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা বিধান অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য।

পঞ্চাশের দশক থেকেই বাংলাদেশ পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে পরিচিত। পাকিস্তান আমলের দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা রয়েছে বাংলাদেশের, যদিও তখন পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে এ দেশের কোন ভূমিকা ছিল না। পাকিস্তানের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরুর প্রাক্কালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে একটি পরিকল্পনা বোর্ড ছিল যা পরে পরিকল্পনা বিভাগ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশনের প্রাদেশিক দপ্তর হিসেবে কাজ করতো। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হবার সময় খুব স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান পরিকল্পনা বিভাগ পরিকল্পনা কমিশনে আত্মীকৃত হয়। নতুন একটি রাষ্ট্রের জন্য নীতি প্রণয়নের ব্যাপারে পরিকল্পনাবিদগনের নিকট কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা না থাকায় তারা অসুবিধার সম্মুখীন হন।

এমন একটি অবস্থায় পরিকল্পনাবিদগন তাদের বিশ্বাস ও বিচারশক্তি অনুযায়ী সমাজের কাঙ্খিত পরিবর্তন আনয়নে নীতি প্রণয়ন করেন এবং এই নীতি সম্পর্কে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহনের বিষয়টি রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর ছেড়ে দেন। একদিকে পরিকল্পনাবিদ প্রস্তাবিত নীতি ও অন্যদিকে তাদের অবস্থান আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব উভয়ের সংগে সংঘাতের সৃষ্টি করে।

প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সকল জনগনের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নই হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের সংবিধান (অনুচ্ছেদ -১৫) অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলের সকল নাগরিকের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কার্যকরভাবে এ দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে ৩১ জানুয়ারী ১৯৭২ সনে 'বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৬ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) 'পরিকল্পনা বোর্ড' গঠনের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য রাষ্ট্রিয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সূচনা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে মুজিবনগর সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কোষ গঠন করে। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে পরিকল্পিত দ্রুত উন্নতি অর্জনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। সচিব পদমর্যাদার " প্রধান" এর অধীনে মোট ১০ টি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়: বিভাগসমূহ হচ্ছে সাধারন অর্থনীতি, কার্যক্রম ও মূল্যায়ণ, কৃষি, শিল্প, পানি সম্পদ, পল্লী প্রতিষ্ঠান, ভৌত অবকাঠামো, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো, বহি:সম্পদ ও প্রশাসন। এ কমিশনকে সরাসরী সরকারি প্রধানের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

২ Rehman Sobhan and Muzaffer Ahmed, Public Enterprise in an Intermediate Regime: A Study in the Political Economy in Bangladesh,1980, page 114-116

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের কার্যপরিধি:

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আর্থ সামাজিক উদ্দেশ্যাবলীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতীয়, বার্ষিক, পঞ্চবার্ষিক এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ;
- জাতীয় পরিকল্পনার আলোকে বার্ষিক কর্মসূচী প্রণয়ণ এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ;
- পরিকল্পনার দক্ষতা মূল্যায়ন এবং জাতীয় পরিকল্পনা মূল্যায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনার বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ;
- গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়াবলীর উপর সমীক্ষা পরিচালনা করা এবং অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বৈদেশিক-সাহায্য চাহিদা নিরূপণ এবং প্রয়োজনীয় সাহায্যের পরিমাণ এবং আঙ্গিক গঠন নিয়ে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে আলোচনা;
- বৈদেশিক ঋণের মূল্যায়ন এবং এ বিষয়ে জাতীয় পরিকল্পনার মূল্যায়নসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- অর্থনৈতিক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রণোদনা প্রদান এবং কার্যকর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জরীপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ। জাতীয় পরিকল্পনা, বাষিক কর্মসূচি এবং অর্থনৈতিক নীতিমালার ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক অবকাঠামো সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান ;
- প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়া উজ্জীবিতকরন এবং প্রয়োজনবোধে প্রকল্প প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ, জাতীয় উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের পরীক্ষা এবং এ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ;
- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ ;
- দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা;
- পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাথে সম্পৃক্ত গুরত্বপূর্ণ বিষয়াবলী ; এবং
- পরিকল্পনার গুরত্বপূর্ণ কৌশলগত বিষয়াবলী সম্পর্কে আন্ত:মন্ত্রণালয় মতপার্থক্য দূরীকরণ ।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে বাংলাদেশে আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত উন্নয়ন কৌশল অবলম্বন করা হয়। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বিনির্মান করা হয়েছে। সবগুলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ভাষাগত কিছু ব্যবধান ছাড়া সবগুলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষসমূহ প্রায় সদৃশ।

সারনি- ১: পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আকার, প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত প্রবৃদ্ধি

পরিকল্পনা	পরিকল্পনা আকার			প্রবৃদ্ধি লক্ষমাত্র %	পকৃত প্রবৃদ্ধি %
	মোট	সরকারি	বেসরকারি		
প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	৪৪,৫৫০	৩৯,৫২০	৫,০৩০	৫.৫	৪.০
দ্বি বার্ষিক পরিকল্পনা	৩৮,৬১০	৩২,৬১০	৬০০০	৫.৬	৩.৫
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৭২.০০০	১১১.০০০	৬১,০০০	৫.৪	৩.৮
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	৩৮৬০০০	২৫০,০০০	১৩৬,০০০	৫.৪	৩.৮
চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	৬২০,০০০	৩৪৭,০০০	২৭৩,০০০	৫.০	৪.১৫
পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৫৯,৫২১	৮৫৮,৯৩৯	১১০০,৫৮২	৭.০	৫.৫
(docstoc)http://www.docstoc.com/docs/24202540/Five-Year-Plan-in-Bangladesh					

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৩ সালে প্রণীত হয় (১৯৭৩-১৯৭৮)। যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের নৈরাশ্যজনক প্রেক্ষাপটে এই পরিকল্পনার সূচনা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ ছিল রাষ্ট্রিয় অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রূপান্তর করা। কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছাড়া অন্যান্য সবগুলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আর্থ সামাজিক লক্ষ্য হলো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ ও সংরক্ষন।

সারনি- ২: প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আকার ও সম্পদের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)

ধরন	মোট	শেয়ার%	সরকারি	শেয়ার%	বেসরকারি	শেয়ার%
পরিকল্পনা আকার	৪৪.৫৫	১০০	৩৯.৫৩	১০০	৫.০৩	১০০
অভ্যন্তরীণ সম্পদ	২৬.৯৮	৬০	২২.৪৫	৫৭	৪.৫৩	৯০
বাহ্যিক সম্পদ	১৭.৫৭	৪০	১৭.০৭	৪৩	.৫০	১০

দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর এই পরিকল্পনার কিছু কাঠামো এবং বরাদ্দগত পরিবর্তন করা হয়। ফলে জন্ম নেয় একটি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচী। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে সূচিত হয়। অনেকের মতে, এটি একটি অবাস্তব ও উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা ছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে এ দেশে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক নীতিমালা বাস্তবায়ন হচ্ছিল ধীরগতিতে কিছুটা সতর্কতার সাথে।

সারনি- ৩: দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আকার ও সম্পদের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)
১৯৮১-৮৫

ধরন	পরিকল্পনা আকার	শেয়ার%
সরকারি	১১১.০০	৬৪.৫০
বেসরকারি	৬১.০০	৩৫.৫০
মোট	১৭২.০০	১০০.০০

কিন্তু পরবর্তীতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশ্বব্যাংক ও দাতা গোষ্ঠীর চাপে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যাপক বিকাশ ও সংরক্ষণের নিমিত্তে অর্থনৈতিক নীতমালা খুব দ্রুতগতিতে গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রবনতা পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা সমূহ এ সময়ে দেশে ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচীর উপর গুরুত্ব আরোপ করে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় বিশ্ব ব্যাংক ও দাতা সংস্থার চাপে এ দেশে রাষ্ট্রীয়করণকৃত কলকারখানা, ব্যাংক বীমাসহ বিভিন্ন সেবাখাত ও বাণিজ্য ব্যাপক ভাবে বি-রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় । তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক (১৯৮৫-৯০) পরিকল্পনায় ৩৮,৬০০ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হলেও প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ হয় ২৫,০০০ কোটি টাকা।

সারনি- ৪: তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আকার ও সম্পদের পরিমান (বিলিয়ন টাকা)
১৯৮৫-৯০

ধরন	মোট	শেয়ার%	সরকারি	শেয়ার%	বেসরকারি	শেয়ার%
পরিকল্পনা আকার	৩৮৬.০০	১০০	২৫০.০০	১০০	১৩৬.০০	১০০
অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৭৫.৭২	৪৫.৫২	৫৯.৬০	২৩.৮৪	১১৬.১২	৮৫.৩৮
বাহ্যিক সম্পদ	২১০.২৮	৫৪.৪৮	১৯০.৪০	৭৬.১৬	১৯.৮৮	১৪.৬২

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধিকরণ।
- গড়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধি শতকরা ৫ ভাগে আনয়ন ।
- জনসংখ্যার বৃদ্ধি ২.২ % থেকে ১.৯ % নামিয়ে আনা এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ ।
- চরম দারিদ্র্য দূরীকরণে কর্মসূচি গ্রহণ ।
- অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ ।
- অভ্যন্তরীণ সম্পদের পর্যাপ্ত সরবরাহ বৃদ্ধি ।
- খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ।
- শিল্প সেক্টরে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ ।

সারনি- ৫: চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আকার ও সম্পদের পরিমান (বিলিয়ন টাকা) ১৯৯০-৯৫

ধরন	মোট	শেয়ার%	সরকারি	শেয়ার%	বেসরকারি	শেয়ার%
পরিকল্পনা আকার	৬২০.০০	১০০	৩৪৭.০০	১০০	২৭৩.০০	১০০
অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৩৪৫.০০	৫৬	১১৯.০০	৩৪.৩০	২২৬.৫	৮২.৯৬
বাহ্যিক সম্পদ	২৭৫.০০	৪৪	২২৮.০০	৬৫.৭০	৪৬.৫	১৭.০৪

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে ছিল:

- জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে সুষ্ঠু কর্ম পরিবেশ সৃষ্টিকরণ ।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ।
- কাঠামোগত সংস্কার এবং বেসরকারীকরন নীতি ও কৌশল গ্রহণ ।
- সামগ্রিক মানব সম্পদ উন্নয়নের কৌশল গ্রহণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি ।
- শস্য উৎপাদনে স্বংয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ।
- সবার জন্য শিক্ষা নীতি গ্রহণ ।
- দলগত ভূমিকা এবং অংশগ্রহণমূলক কার্যের মাধ্যমে সাংগঠনিক, ব্যবস্থাপনা কার্যের উন্নয়ন ।

সারনি-৬ : পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আকার ও সম্পদের পরিমান (বিলিয়ন টাকা) ১৯৯৭-২০০২

ধরন	মোট	শেয়ার%	সরকারি	শেয়ার%	বেসরকারি	শেয়ার%
পরিকল্পনা আকার	১৯৫৯.৫২	১০০	৮৫৮.৯৪	১০০	১১০০.৫৮	১০০
অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৫১৯.৭৬	৭৭.৫৬	৫২৭.৭২	৬১.৪৪	৯৯২.০৪	৯০.১৪
বাহ্যিক সম্পদ	৪৩৯.৭৬	২২.৪৪	৩৩১.২২	৩৮.৫৬	১০৮.৫৪	৯.৮৬

সারনি- ৭: বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনার অর্থনৈতিক সূচক ও লক্ষমাত্রা

	ব্যঞ্চমার্ক /২০০৯	টার্গেট / ২০১৫	টার্গেট / ২০২১
বাৎসরিক প্রকৃত জি ডি পি প্রবৃদ্ধিও হার %	৬.১	৮.০	১০.০
জি ডি পির %			
মোট বিনিয়োগ	২৪.৪	৩২.৫	৩৮.০
মোট জাতীয় সঞ্চয়	৩০.০	৩২.১	৩৯.১
মোট সরকারী রাজস্ব	১০.৯	১৪.৬	২০.০
মোট সরকারী বিনিয়োগ	১৪.৬	১৯.৬	২৫.০
রপ্তানী (বিলিয়ন ইউএস ডলার)	১৬.২	৩৮.৮	৮২.০
আমদানী (বিলিয়ন ইউএস ডলার)	২১.৪	৫২.৮	১১০.৫
র‍্যামিটান্স (বিলিয়ন ইউএস ডলার)	১০.৯	১৭.৮	৩৮.৫
সি পি আই মুদ্রাস্ফিতী (%)	৭.৫	৬.০	৫.২
ছন্দ বেকারত্বের হার	৩০.০	২০.০	১৫.০
দারিদ্র্য (মাথা গননা %)	৩১.৫	২২.৫	১৩.৫

Source: Perspective Plan of Bangladesh 2010-21: Making Vision 2021 a Reality.

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ বাস্তবায়িত হবে দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে, যথা

১) ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১০-১৫

২) সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৬-২০

সারনি- ৮: ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১১-১৫: লক্ষ্যমাত্রা (*বিকল্প জি ডি পি প্রবৃদ্ধি চিত্র (ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা)

প্রবৃদ্ধি চিত্র	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১১-১৫ গড়
Baseline Scenario	৬.৩	৬.৪	৬.৭	৬.৯	৭.১	৬.৭
Medium Policy Shift Scenario	৬.৫	৬.৭	৭.০	৭.৫	৮.০	৭.২
High Policy Shift Scenario	৬.৫	৭.২	৮.০	৮.৫	৯.০	৭.৮

সারনি- ৯: *সেক্টোরাল প্রবৃদ্ধির অগ্রগতি (ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা)

সেক্টর	২০০৮-০৯	২০১১-১৫ Baseline	২০১১-১৫ Mid Policy Shift	২০১১-১৫ High Policy Shift
কৃষি	৩.৪	৩.৫	৪.১	৪.৪
শিল্প	৭.২	৮.২	৮.৫	৯.১
সেবা	৬.১	৭.০	৭.৪	৭.৯
জি ডি পি	৫.৯	৬.৭	৭.২	৭.৮

সারনি- ১০: *বিভিন্ন পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশ অর্থনীতির কর্মসম্পাদন প্রবৃদ্ধি

পরিকল্পনা	জি ডি পি প্রবৃদ্ধি টার্গেট %	প্রকৃত প্রবৃদ্ধি %
১ম পঞ্চবার্ষিকী পনিকল্পনা(১৯৭৩-৭৮)	৫.৫	৪.০
দ্বী-বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০)	৫.৬	৩.৫
২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫)	৫.৪	৩.৮
৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)	৫.৪	৩.৮
৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫)	৫.০	৪.২
৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২)	৭.০	৫.২
২০০৩-০৫	-	৫.৫
২০০৬-০৯	-	৫.৩

*Sixth Five Year Plan of Bangladesh (2011-15), paper presented by Dr.Muhammad G.Sarwar, 14 June 2011

- ২০১৩ সালের মধ্যে জাতীয় গড় বার্ষিক বৃদ্ধির মাত্রা ৮ শতাংশ সুরক্ষিত এবং বজায় রাখা এবং ২০১৭ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা ।
- ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্যসীমার নিচের মানুষের প্রতিকূলতা ১৫ শতাংশ নিচে নিয়ে আসা ।
- ২০১২ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ।
- ২০২১ সালের মধ্যে সব দরিদ্র মানুষের জন্য মাথা প্রতি সর্বনিম্ন ২.১২২ কিলো ক্যালরি এবং অন্তত ৮৫ শতাংশ মানুষের খাদ্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করা ।
- ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ১০০ ভাগ তালিকাভুক্তি নিশ্চিতকরা, ২০১৩ সালের মধ্যে ডিগ্রী পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষাদান প্রদান, ২০১০ সালের মধ্যে পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জন, এবং বাংলাদেশকে তথ্য প্রযুক্তির দক্ষতার সাথে শিক্ষিত মানুষের দেশ হিসেবে পরিচিত করা এবং ২০২১ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন করা ।
- ২০১৫ সালের মধ্যে সমগ্র জনসংখ্যার জন্য বাসস্থান নিশ্চিত করা, ২০১১ সালের মধ্যে সমগ্র জনসংখ্যার জন্য পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং ২০১৩ সালের মধ্যে স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন অধীন প্রতিটি ঘর গড়ে তোলা ।
- ২০২১ সালের মধ্যে সব ধরণের সংক্রামক রোগ দূর করা এবং নাগরিকের ৭০ বছর পর্যন্ত আয়ু বৃদ্ধি করা ।
- ২০২১ সালের মধ্যে ১.৫ শতাংশ প্রসবকালীন মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা, ৮০ শতাংশ জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার নিশ্চিত করা, এবং প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যু ১৫ জনে কমিয়ে আনা ।
- ২০২১ সালের মধ্যে কৃষিতে ১৫ শতাংশ, শিল্পে ৪০ শতাংশ এবং সেবায় ৪৫ শতাংশ সেক্টরভিত্তিক ফলাফল পরিবর্তন করা ।
- ২০২১ সালের মধ্যে কৃষিতে ১৫ শতাংশ, শিল্পে ৪০ শতাংশ এবং সেবায় ৪৫ শতাংশ বেকারত্ব হার কমিয়ে আনা ।
- ২০১৩ সালের মধ্যে ৭০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ, ২০১৫ সনে ৮০০০ মেগাওয়াটে উত্তীর্ণ এবং ২০২১ সালে ২০০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা ।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে সুশাসন উন্নয়নের প্রচেষ্টা হিসেবে নিম্নের বিষয়সমূহকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে :

- সংসদীয় প্রক্রিয়াকে কার্যকরীকরণ ।
- স্থানীয় প্রশাসনকে শক্তিশালীকরণ ।
- সরকারী সেবাকার্যের পুনর্গঠন ও সংস্কার ।
- দূর্নীতি দূরীকরণ ।
- নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালীকরন ।

- বিচারবিভাগীয় সংস্কার ।
- ই- গভর্ননেন্স ।
- প্রকল্প বাস্তবায়ন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ।
- সেক্টরাল গভর্নেন্স এর উন্নয়ন ।
- স্বচ্ছতা ও তথ্য প্রাপ্তি ।
- মানব অধিকার সুরক্ষাকরণ ।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যর সাথে সঙ্গতি রেখে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে নতুন কৌশল নির্ধারন, প্রতিষ্ঠান তৈরী ও নীতি গ্রহন করা যাতে ২০২১ সনের মধ্যে সরকারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুফল অর্জনের যথাযথ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যপ্তিকাল হবে ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধিসহ উচ্চ বিলাসী কিছু লক্ষ্য রয়েছে যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সংস্কার, মুদ্রাস্ফিতী কমানো এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠাকরন । সরকার উক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামভিত্তিক কৃষি অর্থনীতিকে আধুনিক ও নগর ভিত্তিক উৎপাদনশীল ও সেবা মূলক অর্থনীতিতে রুপান্তর করতে চায়। শিক্ষা ক্ষেত্রে বলা হয় যে আগামী ২০২০ সনের মধ্যে মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে। এ পরিকল্পনায় চলতি অর্থবছরে ৭ শতাংশ জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধির লক্ষমাত্রা এবং পরবর্তী অর্থবছরে ৭.২ শতাংশ, ২০১৭-১৮ সনে ৭.৪ শতাংশ, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭.৬ শতাংশ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৮ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ছয়টি ইস্যুতে গুরত্ব আরোপ করে :

- প্রযুক্তিজ্ঞান ভিত্তিক মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- বিদ্যুৎ, শক্তি ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে অবকাঠামো সীমাবদ্ধতা দূরীকরন;
- কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝাড়ি শিল্প উন্নয়ন কৌশল নির্ধারন;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল রপ্তানীর কৌশল নির্ধারন;
- সরকারী বেসরকারী বিনিয়োগের গতিশীলতা আনয়ন;
- রপ্তানী বৃদ্ধি করনে উৎপাদনের বিভিন্নতা নির্ধারন ।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ

পরিকল্পনাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মতে নীতি নির্ধারণ বা কর্মসূচি প্রণয়নের ত্রুটি নয় বরং বাস্তবায়নের অদক্ষতার কারণেই উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যাহত হয়। বাংলাদেশের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে বাস্তবায়নজনিত অসুবিধা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান সমস্যা বলা যায়। A recent World Bank study outlines the principal dimensions of

governance or institutional quality that includes: voice and accountability, political stability and absence of violence, government effectiveness, regulatory quality, rule of law and control of corruption..[3]

উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সঠিক প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিষয়টি জড়িত রয়েছে সুশাসনের উপর। বিশ্বব্যাংক সুশাসন এর পরিমানগত নির্দেশক হিসেবে নিম্মের তিনটি আঙ্গিক উল্লেখ করেন যথা:

- The political dimension, which is indicated by the two indexes namely, voice and accountability and political stability, relates to the process by which governments are selected, monitored and replaced.
- The economic dimension, which is also indicated by two indexes, viz, government effectiveness and regulatory quality, represent the ability of the government to design and execute policies and deliver public services.
- The institutional dimension of governance is summarized by the rule of law and control of corruption.

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন একদল বিশেষজ্ঞ পরিকল্পনাবিদ। যারা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মেয়াদকালে আয়, উৎপাদন, নিয়োগ, লোকসংখ্যা ও বাণিজ্যিক অবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারে। বাংলাদেশে এ সমস্ত দক্ষ বিশেষজ্ঞের অভাব রয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধকতা দেখা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞের অভাবে সঠিক ও নির্ভুল পরিকল্পনা প্রণয়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে। দক্ষ বিশেষজ্ঞরা সঠিক ও উন্নত পরিকল্পনা প্রণয়নে পারদর্শী। এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ আবশ্যক। বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে নির্ভুল পরিকল্পনা প্রণয়ন সহজ হয়। বিশেষজ্ঞের পাশাপাশি অর্থনীতিবিদরা পরিকল্পনা প্রণয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। বিচক্ষণতার মাধ্যমে তারা বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা করতে সক্ষম। সুতরাং এ সমস্যার সমাধানে অর্থনীতিবিদ নিয়োগ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম সমস্যা হল পর্যাপ্ত এবং নির্ভুল পরিসংখ্যানের অভাব। এদেশে পরিসংখ্যান বিষয়ক তথ্য নির্ভুল নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্য তাই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান দরকার। সঠিক তথ্য সংগ্রহ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমস্যার প্রথম সমাধান। বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে নির্ভুল তথ্যের অভাবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নে বাঁধার সৃষ্টি হয়। এ লক্ষ্যে খাতওয়ারী সঠিক তথ্য সংগ্রহ আবশ্যক।

বাংলাদেশে আয় ও সঞ্চয়ের স্বল্পতার জন্য অভ্যন্তরীন মূলধন গঠন খুবই কম হয়।

---

3 Kaufmann, D., Kraay, A. and Mastruzzi, M (2005). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues, Policy Research Working Paper 5430. The World Bank: Washington DC.

অন্যদিকে বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে ঘাটতি বা অনিশ্চয়তা দেখা যায়। সুতরাং প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা বিঘ্নিত হয়। বাংলাদেশে জনসংখ্যার অত্যধিক চাপের ফলে জাতীয় সঞ্চয় কম হয় এবং মূলধন গঠন করা কষ্টকর। ফলে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। মূলধন বৃদ্ধির মাধ্যমে এদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পথকে সুগম করা যায়। মূলধন হল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের একটি গুরত্বপূর্ণ উপাদান। মূলধন হল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার মূল চাবিকাঠি। এদেশে মূলধনের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। জনগণের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলধন পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিৎ।

অনুন্নত দেশে বিশেষত বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিদ্যমান। এর ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সহনশীলতাও কম যা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে বাঁধার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে চাঁদাবাজী, মাস্তানীসহ বিভিন্ন কার্যকলাপের দ্রুত বিস্তৃতি ঘটায় সমাজের বিভিন্ন স্তরে অস্থিরতা বিরাজ করছে। এই অবস্থা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, বণ্টন ব্যবস্থার প্রতি হুমকি যা পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের পথে একটি অন্যতম মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা বলা যায়। সুষম পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজন স্থিতিশীল সরকার ও দলীয় ঐক্যমত। তবে পরিকল্পনায় সফলতা আসবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পদ ও বাস্তব অবস্থার সঙ্গে অনেকাংশে সামঞ্জস্যহীন ও উচ্চাভিলাষী। এজন্য মাঝামাঝি সময়েও পরিকল্পনার আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। এর দরুন পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, সামাজিক প্রতিকূল প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কারণে অনুন্নত দেশের অধিকাংশ মানুষ রক্ষণশীল ও উন্নয়ন বিমূখ হয়। ফলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি হয়। পরিকল্পনা সমস্যার সমাধানের অন্যতম উপায় হল বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন। এদেশে প্রণীত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনেকটা অবাস্তব। ফলে এটি বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে দাড়ায়। তাই আর্থিক ক্ষমতার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে পরিকল্পনা প্রণয়ন অপরিহার্য।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি খাতে অদক্ষতা বিরাজমান। বিগত বৎসরগুলোতে এসকল খাতে অধিক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পরিকল্পনার সমস্যাবলী উত্তরণের অন্যতম পদক্ষেপ। প্রশাসন দক্ষ না হলে উন্নত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায় না। প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে এটি সম্ভব। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসবে। বেসরকারি খাতের তুলনায় সরকারি খাতে লোকসান ও অপচয় বেশী। বাংলাদেশের অর্থনেতিক পরিকল্পনায় সরকারের অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন পরিকল্পনায় বেসরকারি খাতকে অবজ্ঞা করা হয়। এতে বেসরকারি খাতের গতিশীলতা বিঘ্নিত হয়। বেসরকারীকরণের মাধ্যমে সুষম অর্থপরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব। বেসরকারিকরণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রতিবন্ধকতা হ্রাসের অন্যতম উপায়। বেসরকারিকরণের মূল উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন। যতবেশি মুনাফা অর্জন সম্ভব তত

বেশি উন্নত পরিকল্পনা প্রণয়নও সম্ভব। এক্ষেত্রে অপচয়ও রোধ হয়।

দূর্নীতি বাংলাদেশের একটি প্রকট সমস্যা। বিশেষ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীরা দূর্নীতিতে লিপ্ত থাকে। দূর্নীতির কারণে কাজে জটিলতা ও কালক্ষেপণ হয়। ফলে সঠিক সময় সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায় না। প্রশাসন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিযুক্ত ব্যক্তিদের ন্যায়পরায়ন হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে নিজের স্বার্থকে উপেক্ষা করে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে। ঘুষ ও দূর্নীতি মুক্ত পরিবেশ সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

উপসংহার:

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পদ ও বাস্তব অবস্থার সঙ্গে অনেকাংশে সামঞ্জস্যহীন ও উচ্চ ভিলাষী। এজন্য মাঝামাঝি সময়েও পরিকল্পনার আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। এর দরূন পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, সামাজিক প্রতিকূল প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কারণে অনুন্নত দেশের অধিকাংশ মানুষ রক্ষণশীল ও উন্নয়ন বিমূখ হয়। ফলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি হয়। পরিকল্পনা সমস্যার সমাধানের অন্যতম উপায় হল বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন। সেজন্য আর্থিক ক্ষমতার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে পরিকল্পনা প্রণয়ন অপরিহার্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমস্যা সমাধানের উপায়। এসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করলে পরিকল্পনা প্রণয়নের পথ সুগম হবে। এগুলোর কোন একটিকে বাদ দেয়া চলে না। এসকল পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

আহমেদ, নাসিরউদ্দিন ও তারেক, মোহাম্মদ, সম্পাদিত উন্নয়ন অর্থনীতি বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

সামাদ, সৈয়দ আব্দুস পরিকল্পনা ,পল্লব প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০

Kaufmann, D., Kraay, A. and Mastruzzi, M (2005) The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues, Policy Research Working Paper 5430, The World Bank: Washington DC.

Perspective Plan of Bangladesh 2010-21: Making Vision 2021 a Reality

Sobhan, Rehman and Ahmed, Muzaffer (1980) Public Enterprise in an Intermediate Regime: A Study in the Political Economy in Bangladesh, 114-116